আকাবিরদের দৃষ্টিতে

মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.

مفتی اعظم اکابر امت کی نظر میں

আকাবিরদের দৃষ্টিতে

মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ

মাওলানা মুহাম্মাদ আসেম রহ.

আবদুল্লাহ আল মুনীর
অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

উৎসর্গ

প্রিয় উসতাদ
মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়জী হাফিজাহুল্লাহ
এ স্বপ্নের বীজ বুনে দিয়েছিলেন তিনি।

সাবেক মুফতিয়ে আজম বাংলাদেশ, শাইখুল ইসলাম
হজরত মাওলানা মুফতি আহমাদুল হক রহ.-এর

অভিমত

হামদ ও সালাতের পর, অধম এই গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করেছি। মাশাআল্লাহ! বেশ চিত্তাকর্ষক একটি কাজ। দোয়া করছি, আল্লাহ তায়ালা যেন কাজটি কবুল করেন। ওলামায়ে কেরাম, তালিবে ইলম এবং সর্বস্তরের মুসলিমদের জন্য বইটিকে উপকারী ও গ্রহণযোগ্য করে দেন। সংকলকের জন্য একে আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দেন। আমিন।

আহকার আহমাদুল হক (রহ.)
০৯-০৫-১৪১৮ হিজরি

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া হামিউসসুন্নাহ মেখল-এর সাবেক
মহাপরিচালক

মাওলানা শাহ মুজাফফর আহমদ রহ.-এর

অভিমত

হামদ ও সালাত সবচেয়ে যোগ্যতম প্রাপকদের প্রতি। আমার মুরশিদ ও সাইয়িদ, আমার প্রিয়তম উসতাদ, বহু মনীষীর শায়খ, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মুসলিহে উম্মাত, মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.। তার মতো সূর্যসম ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম মূল্যায়নে রচিত গ্রন্থ 'আকাবিরদের দৃষ্টিতে মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.'-এর কিছু অংশ আমাকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে। মাশাআল্লাহ! আমি গ্রন্থটিকে চমৎকার, অতুলনীয়, সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী হিসেবেই ধারণা করেছি। প্রিয় চাচাজান, মুফতি আজম রহ.-এর বরকতময় সান্নিধ্যে দীর্ঘ একটা সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর মাঝে শিক্ষাজীবনে দশ বছর ও অধ্যাপনার জীবনে সতেরো বছর। হজরত একাধারে আমার প্রিয়তম উসতাদ, স্নেহশীল চাচা, আধ্যাত্মিক মুরুব্বি হবার পাশাপাশি সামাজিক জীবনে শ্রদ্ধেয় শ্বশুরও ছিলেন। শিক্ষাজীবনে হজরতের ঘরের যাবতীয় দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন। তাঁর সাথে এই দীর্ঘকালের সংস্পর্শ সত্যিই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ হিসেবে আমার ওপর একটি নৈতিক দায় ছিল- হজরতের জীবনীর ওপর ন্যূনতম হলেও একটি কাজ উপহার দেওয়া। ইতঃপূর্বে যদিও মুফতি আজম রহ.-এর জীবনসংক্রান্ত কিছু কাজ হয়েছে, তবে তার অগণিত শাগরিদ ও ভক্তবৃন্দের জন্য সেগুলো যথেষ্ট ছিল না। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল– খুব ছোট কলেবরে হলেও হজরতের জীবনসংক্রান্ত এমন একটি কাজ হোক, ভক্তদের হৃদয়ে যা প্রশান্তির প্রলেপ ও শাগরিদদের মর্মাহত হৃদয়ে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘকাল পর আমার সে ইচ্ছা ও প্রয়োজনটি মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আসেম সাহেব (রহ.) ও আমার নয়নমণি, প্রিয়তম নোমান ফয়জীর (রহ.) কলমে সম্পাদিত হয়েছে। এই গ্রন্থে মুফতি আজম রহ.-এর জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। একত্র করা হয়েছে

তাকে নিয়ে আকাবিরদের ঐতিহাসিক মূল্যায়নগুলো। ছেড়ে দেওয়া হয়নি তাঁর যাপিত জীবনের প্রকাশিত কোনো অনুষঙ্গকেই। এ দফা আশা করছি, জীবনভর যারা অজানা কোনো কারণে তার বিরোধিতা করে গেছে, নিশ্চয় জানতে পারবে– যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব, ফকিহুল উম্মাহ সম্মান ও মর্যাদা, গ্রহণযোগ্যতা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে কতটা বরণীয় ছিলেন!

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, এই গ্রন্থটিকে তিনি কবুল করুন। এর প্রতিটি বিষয় থেকে সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে সকলকে উপকৃত হবার সুযোগ দান করুন। আমিন।

বান্দা মুজাফফর আহমদ (রহ.)

খাদেম, মাদরাসায়ে হামিউসসুন্নাহ মেখল

০৮-০৮-১৪১৮ হিজরি

অনুবাদকের কথা

তখন মেখলে নাহবেমীর পড়ি। আমাদের মরহুম উসতাদ মাওলানা ফোরকান ফয়জী রহিমাহুল্লাহর কামরায় কেনার জন্য বইপত্র পাওয়া যেত। সেখান থেকেই বোধহয় কিনেছিলাম 'মুফতি আজম আকাবিরে উম্মাত কি নজর মে' বইটি। কৈশোরের সে সময়টাতে উর্দু-ফারসি নিয়ে চর্চা হতো অল্পবিস্তর। ফলে কিশোর বয়সেই দুর্বোধ্য ভাষার বইটি অভিধানের সহায়তায় অল্প অল্প করে পড়ে শেষ করার সুযোগ হয়। এরপর হৃদয়ে যে ভাবাবেগ জন্মালো- তার পুরোটা ঠিক মনেও নেই। শুধু মনে পড়ে- আমি প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, যেভাবেই হোক বইটি অনুবাদ করব। কচিমনে এই সাহসটুকু করতে পেরেছিলাম বলেই হয়তো আল্লাহ তায়ালা আজ মহান এই কাজটির সমাপ্তি টানার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

কাজের শুরুটা হয় ২০১৩ সালে। শুরুর দিনটি ছিল পহেলা ডিসেম্বর, ২০১৩। রোজ জুমাবার। সে বছর লম্বা এক খাতায় শুরু করে দিই অনুবাদ-যজ্ঞ। সযত্নে দৈনিক অল্প অল্প করে লিখতাম। সেকালে অনুবাদ-সাহিত্য তো দূর কি বাত- সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমন জানাশোনা ছিল না। ফলে আমার অনুবাদটি গুরুচণ্ডালিসহ নানা দোষে দুষ্ট হয়। তবে কাঁচাহাতের এসব কাজ দেখেই সঙ্গী-সাথিরা উত্তেজনায় খেই হারিয়ে বসত। আহ! সেই সোনালি অতীত।

প্রাথমিকভাবে অনুবাদকর্ম শেষ হয় কাফিয়ার বছর। ১৮ মে, ২০১৬। পাণ্ডুলিপি খাতাটি নিয়ে ছুটে গেলাম উসতাদে মুহতারাম জাকারিয়া নোমান ফয়জী হাফিজাহুল্লাহর কামরায়। কাজ দেখার পর থেকে আজ অবধি অজস্র ঋণে আমায় আবদ্ধ করেছেন তিনি। গোটা অনুবাদটি আমার মুখে বেশ কয়েক দফায় শুনেছেন, নানামাত্রিক পরামর্শ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় যে সহায়তাটি করেছেন তা হলো- মূল গ্রন্থের সত্ত্বাধিকারী ব্যক্তিদের সাথে আমাকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরপর আরও বহু ঘটনা ঘটে গেল। লেখকের সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর দোয়া ও স্নেহলাভ, নতুন কিছু তথ্য সংযোজনে তাঁর সহায়তা, তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি-প্রাপ্তিসহ নানা আনন্দের ঘটনা যোগ হতে থাকে আমার জীবনপাতায়। তবে আমাদের অলসতা কিংবা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তে পেরিয়ে গেল প্রায় ছয়টি বছর। অবশেষে কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত আমার প্রথম অনূদিত কাজটি প্রকাশের মুখ দেখছে- এ আমার কাছে কতটা তৃপ্তির, কতটা আনন্দের, তা বোঝাতে আমি একেবারেই অক্ষম।

আগেই বলেছি, অপ্রাপ্তবয়সে এই বইয়ের অনুবাদে হাত দিয়েছিলাম। তখন না ছিল ভাষাজ্ঞান আর না ছিল সাহিত্যের টান। এরপর অবশ্য প্রতি বছরই টুকটাক সম্পাদনা করেছি; তবু কাঁচাহাতের সে ভাব যে পুরোপুরি দূর করা যায়নি, তা ঢের অনুভব করি। পাঠকের কাছে অনুরোধ, এটুকু মাথায় রেখেই মান-বিচারে বসবেন। দুর্বোধ্য কিছু স্থানে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। গদ্যের সাবলীলতা রক্ষার্থে বহু কবিতার পঙ্‌ক্তি ছেড়ে দিয়েছি। যথাসম্ভব সর্বশ্রেণির পাঠকের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রেও আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না। বিচারের ভার তুলে দিলাম পাঠক সমীপে।

বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে যাদের সহায়তা ও উৎসাহ পেয়েছি, কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের নাম উল্লেখ করা উচিত। অথচ এ মুহূর্তে সবার নাম ঠিক মনে নেই। তবে হৃদয়রাজ্যে তারা স্বমহিমায় বিরাজমান। শুরুতেই অনিবার্যভাবে যাকে উল্লেখ করতে হয়, তিনি এই বইটির লেখক, মাওলানা আসেম সাহেব রহ.। আমাকে দেখতে যিনি মেখলে ছুটে এসেছিলেন! সেদিনের কথা আজও মনে পড়লে লজ্জায় কুঁকড়ে যাই। নানাসময়ে তিনি খোঁজখবর রাখতেন অনুবাদটির ব্যাপারে। আমার সৌভাগ্য, এই বইটির উসিলায় মুফতি আজমের স্নেহধন্য মহান এই মনীষীর আন্তরিক স্নেহ ও দোয়া লাভ করেছি। এরপর যার কথা উল্লেখ করতে চাই– তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উসতাদ, মাওলানা জাকারিয়া নোমান ফয়জী হাফিজাহুল্লাহ। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। লেখকপুত্র মুফতি শাব্বির আহমদ হাফিজাহুল্লাহ প্রকল্পটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তথ্য সংযোজন-বিয়োজনে সহায়তা করেছেন। লেখক ও অনুবাদক যুবাঈর আহমাদ ভাই সস্নেহে পুরো বইটির ভাষা নিরীক্ষণ করেছেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়া এই মুহূর্তে আরও যাদের নাম মনে পড়ছে– তাদের মাঝে মাওলানা আহমাদুল হক হাটহাজারী, মাওলানা আজিজুল হক মোমেনশাহী, মাওলানা ইয়াসিন সিরাজগঞ্জী, মাওলানা শফিকুল হাসান গাজীপুরী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যাদের নাম মনে নেই, আল্লাহ পাক সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। পাঠকের কাছে অনুরোধ, আবেগ ও ভালোবাসার সাথে এই বইটি গ্রহণ করবেন। পাঠ করবেন হৃদয়ের সবটুকু ব্যাকুলতা মিশিয়ে। সংকলক ও অনুবাদকসহ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য দোয়া করবেন। বইয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে সাথে সাথে প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানকে অবগত করবেন। আল্লাহ হাফেজ।

আবদুল্লাহ আল মুনীর
বাংলাবাজার, ঢাকা
২৫-১০-২২

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানভি রহ. ২৯
হাকিমুল উম্মাত থানভি রহ. ও আফ্রিকার আলেমদের নিকট মুফতি আজমের কৃতিত্ব ২৯
তিন মনীষীর মূল্যায়ন ৩১
আল্লামা রসুল খান রহ. ৩৪
শাইখুল আরব ওয়াল আজম সাইয়েদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ. ৩৫
আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. ৩৫
আল্লামা ইবরাহিম বলিয়াবি রহ. ৩৬
শাইখুল আদব আল্লামা এজাজ আলি রহ. ৩৯
আল্লামা আবদুস সমি রহ. ৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাইখুল মাশায়েখ আল্লামা শাহ জমির উদ্দিন রহ. ৪৩
শাইখুল ইসলাম আল্লামা হাবিবুল্লাহ কুরাইশি রহ. ৪৫
আদব ও হিকমত : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৪৮
ফায়েদা ৪৯
মুহাদ্দিসে আজম আল্লামা সাইদ আহমাদ রহ. ৫২
মুজাদ্দিদে জামান মাওলানা আবদুল হামিদ রহ. ৫৩
উস্তাজুল মাশায়েখ মাওলানা আবুল হাসান রহ. ৫৪
একটি চিঠি ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. ৫৯
শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া কান্ধলভি রহ. ৫৯
শাইখুল উলুম ওয়াল ফুনুন মাওলানা আবদুর রহমান কামেলপুরি রহ. ৬০
মাখদুমুল উলামা আল্লামা ওবায়দুল্লাহ সাহেব রহ. ৬১
হাদিয়ে উম্মত মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব রহ. ৬১

শাইখুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব রহ. ৬৬
ওলিয়ে কামেল মাওলানা শাহ আবদুল মাজিদ মাদার্শাহি সাহেব রহ. ৬৭
মুজাহিদে আজম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি রহ. ৬৭
দুটি চিঠি ৬৭
আমিরে শরিয়ত মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. ৭১
প্রসিদ্ধ বেরেলভি আলেম মাওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদি রহ. ৭৩

চতুর্থ অধ্যায়

মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানভি রহ. ৭৭
আল্লামা আনজার শাহ রহ. ৭৭
কুতুবে রব্বানি আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব রহ. ৭৮
আল্লামা ইয়াকুব সাহেব রহ. ৭৯
কুতুবে জামান আল্লামা মুফতি আজিজুল হক রহ. ৮০
ফায়দা ৮২
পটিয়া প্রেক্ষাপটের ইতিহাস ৮৫
খতিবে আজম আল্লামা সিদ্দিক আহমদ রহ. ৮৭
একটি সত্য ঘটনা ৮৮
শাইখুল হাদিস আল্লামা আবদুল কাইয়ুম সাহেব রহ. ৯১
শাইখুল হাদিস আল্লামা আবদুল আজিজ রহ. ৯২
জাস্টিস আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. ৯৪
শায়খে তরিকত মাওলানা হারুন বাবুনগরী রহ. ৯৪
আল্লামা মুফতি নুরুল হক সাহেব রহ. ৯৫
মুহাক্কিকুল আসর আল্লামা মুহাম্মদ আলি সাহেব রহ. ৯৬
মুর্শিদে কামেল মাওলানা আলি আহমদ বোয়ালভী রহ. ৯৬
ওলিয়ে কামেল মাওলানা আবদুল হালিম রহ. ৯৮
মাওলানা আবদুল কুদ্দুস মুহাজেরে মাদানি রহ. ৯৮
জনাব আইয়ুব খাঁন ৯৯
শেষকথা ১০০
সত্যপ্রকাশের লড়াকু সৈনিক ১০১
মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-এর কাশফ ও কারামাত ১০৫
মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১০
নাম, জন্ম ও জন্মস্থান ১১০

বংশ ১১০
জন্ম তারিখ ১১১
শিক্ষাজীবন ১১১
দারুল উলুম দেওবন্দ গমন ১১২
মুফতি আজম রহ.-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ ১১৪
মাদরাসায়ে হামিউসসুন্নাহ মেখল-এর ভিত্তি স্থাপন ১১৫
বিবাহ শাদি ও সাংসারিক দায়িত্ব ১১৬
সন্তানাদি ১১৬
আনোয়ার শাহ সাহেব ১১৭
জনাবা রহিমা খাতুন ১১৭
জনাবা জায়নাব খাতুন ১১৮
হজের সফর ১১৯
খেলাফত-প্রাপ্তি ১২০
খলিফাগণ ১২০
জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণ ১২০
মাওলানা আসেম রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২২
জন্ম ও বংশ পরিচয় ১২২
শিক্ষাজীবন ১২৩
যাদের কাছে হাদিস পড়েছেন ১২৩
মুফতি আজম রহ.-এর সাথে সম্পর্ক ও আত্মশুদ্ধি ১২৩
কর্মজীবন ১২৪
মহেশখালী আজিজিয়া মাদরাসা ও মাওলানা আসেম রহ. ১২৫
স্বভাব-চরিত্র ১২৫
ইবাদাত-বন্দেগি ১২৬
বাদ আসর ইসলাহি বয়ান ১২৬
বায়তুল্লাহর সফর ১২৬
রচনার জগতে ১২৭
কবিতার জগতে ১২৭
সন্তান-সন্ততি ১২৭
শেষ বিদায় ১২৮

অমূল্য পাথরের প্রকৃতি সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত, তাঁর প্রশংসা বা সত্যায়ন করা– কারও শ্রেষ্ঠত্ব-বিবেচনায় সত্যায়িত করার দিক থেকে বড় একটি সনদ। সাধারণ মানুষের প্রবণতাকে তাই সুফিগণ কোনো গুরুত্ব দেননি; বরং তারা জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ব্যক্তিদের গুরুত্ব-প্রদানকেই গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বলেছেন। হজরত মুফতি আজম ফয়জুল্লাহ রহিমাহুল্লাহর জন্য এ বড় গর্বের বিষয়, তাঁর উসতাদরাও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও আমলের গুণকে গর্বভরা বুকে গ্রহণ করেছেন।

এ ধারাবাহিকতায় আমাদের আকাবির ও মুফতি আজমের মহান উসতাদদের জবান ও কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছে প্রশংসাবাক্য। যাতে ফুটে উঠেছে মুফতি আজমের গুণমোহিত জীবন, ফুটেছে প্রশংসার ফুলঝুড়ি। মুফতি আজমকে জানার প্রচেষ্টায় সে কথাগুলো একত্রিত করে এ বইটি সাজানো হয়েছে।

–সংকলক

প্রথম অধ্যায়

দেওবন্দি আকাবিরদের দৃষ্টিতে মুফতি আজম রহ.

হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানভি রহ.

বক্ষমাণ গ্রন্থের সংকলক খোদ মুফতি আজমের মুখে শুনেছেন, 'হাকিমুল উম্মাত রহিমাহুল্লাহর সাথে আমার বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না, এরপরও যখন আমার কোনো ফাতাওয়া বা গ্রন্থ সত্যায়নের জন্য থানভি রহ.-এর দরবারে পাঠানো হতো, তা নিরীক্ষণের পর অত্যধিক খুশি হতেন।' যেমন আমরা দেখেছি, মুফতি আজম রচিত রাফেউল ইশকিলাতের অভিমতে থানভি রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আমি এই গ্রন্থ পূর্ণ অধ্যয়ন করেছি ও কিছু পরিবর্তনও এনেছি। মা শা আল্লাহ! আলোচ্য বিষয়ের ওপর এটুকু আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট'।

এমন আরেকটি গল্প রয়েছে। থানভির নিকটতম মাওলানা আবদুল গনি মিরসরাইয়ের বরাতে মুফতি আজমের খলিফায়ে আজাল মাওলানা আজিজুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ গল্পটি এভাবে বলেছেন, 'যখন আমি থানভি রহিমাহুল্লাহর সংস্পর্শে ছিলাম, সেকালে একদিন মুফতি আজমের একটি ফাতাওয়া সত্যায়নের জন্য কেউ থানাভবনে পাঠালেন। মাওলানা আবদুল করিম ঘুমতলবি থানভি রহিমাহুল্লাহকে ইস্তিফতাটি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। থানভি রহিমাহুল্লাহ ছিলেন বিছানায় শয়নরত। কিছুটা শুনেই তিনি বসে গেলেন। এরপর তিনবার বললেন, 'এই ব্যক্তি মুফতি'। এরপর ফাতাওয়ায় সাক্ষর দিয়ে দিলেন।

হাকিমুল উম্মাত থানভি রহ. ও আফ্রিকার আলেমদের নিকট মুফতি আজমের কৃতিত্ব

হজরত থানভি রহ. ইমদাদুল ফাতাওয়ার প্রথম খণ্ডে লেখেন, একবার দক্ষিণ আফ্রিকার আলেমদের মাঝে এ মাসআলায় মতবিরোধ সৃষ্টি হলো, যদি মুসলিম ও কাফেরের মিলনে জন্ম নেওয়া জারজ সন্তান শৈশবে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার কাফন-দাফন ও জানাজার নামাজ মুসলমানদের ন্যায় আদায় করা হবে কি না? কারও মত ছিল, এই বাচ্চার জানাজা পড়া উচিত নয়। কেউ আবার জানাজা পড়ার ব্যাপারে মত দিলেন। এ সময় দ্বিধায় পতিত আফ্রিকার আলেমরা হিন্দুস্তানের বড় বড় উলামায়ে কেরামের কাছে প্রশ্ন প্রেরণ করলেন এবং উত্তর সংগ্রহ করতে থাকলেন। অবিভক্ত বাংলাদেশে শুধু দারুল উলুম

মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীতে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, যার উত্তর লিখেছিলেন মুফতি আজম রহ.। হজরত মুফতি আজমের এই ফাতাওয়া আল্লামা থানভি রহ. সত্যায়ন করেছিলেন। থানভি রহ. মুফতি আজমের এই ফাতাওয়ার ব্যাপারে লেখেন, 'যেহেতু ফাতাওয়াটি এই মাসআলার ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মুল্যবান, তাই ওপরের সব ফাতাওয়ার সাথে এটিও প্রকাশ করলে মানুষ উপকৃত হবে।' যেহেতু এই মাসআলায় জায়েজ-নাজায়েজ নিয়ে তুমুল মতানৈক্য চলছিল, তাই আফ্রিকার ওলামায়ে কেরামগণ সমস্ত ফাতাওয়া একত্রিত করে সর্বশেষ সিদ্ধান্তের জন্য থানভি রহ.-এর নিকট প্রেরণ করলেন। থানভি রহ. চূড়ান্ত ফাতাওয়া দিয়ে দিলেন এবং বলাবাহুল্য, মুফতি আজমের ফাতাওয়া অনুযায়ীই ছিল সেটি।[২৩]

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন! হজরত থানভির মতো ব্যক্তিত্ব মুফতি আজমের ফাতাওয়াকে প্রচার করার উপযুক্ত মনে করেছেন এবং আফ্রিকার আলেমগণ হিন্দুস্তানি মুফতিদের কাফেলায় মুফতি আজমকেও শামিল করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়, হজরত মুফতি আজমের ফাতাওয়া গোটা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বের ওপর বাঙালি জাতি যত প্রশংসা করুক, তা পূর্ণতা পাবে না।

২৩. ফাতাওয়াটি ছিল ১৩৫৫ হিজরির।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, মুফতি আজিজুর রহমান দেওবন্দি,
আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহিমাহুমুল্লাহ

তিন মনীষীর মূল্যায়ন

মুফতি আজম রহ. বলেন, 'আমি মাদরাসা ছুটির দিনগুলোতে যতটা ব্যস্ত থাকতাম, অন্যসময় ততটা থাকতাম না। পুরো ছুটির সময়কে তাকরার, মুতাআলা বা কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ তৈরিসহ যেকোনো ইলমি কাজে ব্যয় করতাম।' হাটহাজারীতে অধ্যয়নকালীন হজরতের বড় বড় ইলমি কাজ সেই ছুটির সময়ের যথার্থ ব্যবহারেরই ফল। দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদিসের বছর যখন রমজানের ছুটি হলো, তখন মুফতি আজম বিদআতের বিরুদ্ধে লিখতে আগ্রহবোধ করলেন।

দক্ষিণ চট্টগ্রামে মৌলবি জমির উদ্দিন[২৪] (প্রসিদ্ধ 'ওয়াজে বে নজিরের' লেখক) নামে একজন বিদআতি আলেম ছিলেন। তিনি ছিলেন মাদরাসায়ে ইসলামিয়া মিরাঠের ছাত্র। তিনি প্রচলিত খায়রাতের (ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করার) বৈধতা প্রমাণের জন্য 'আহসানুল মাকাল' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন। মুফতি আজম রহ. বলেন, 'হাটহাজারীতে যখন পড়ি, তখনই এ বইটির খণ্ডনে আরেকটি বই লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি।' দারুল উলুম দেওবন্দের সেই বন্ধে পুরোনো আগ্রহ বাস্তবায়নের উদ্দেশে লিখতে শুরু করলেন। এ দেখে আল্লামা কাশ্মিরিসহ অন্যান্য উসতাদরাও সম্মতি প্রকাশ করলেন। তাদেরও ইচ্ছা ছিল- কোনো বাঙালি ছাত্রকেই এই বই খণ্ডন করা উচিত। তাদের দৃষ্টি মুফতি আজমের দিকেই পতিত হলো।

গ্রন্থটি রচনার কথা জানতে পেরে মুফতি আজিজুর রহমান সাহেব বললেন, 'অল্প অল্প লিখে আমাকে শোনাতে থাকো।' মুফতি আজম রহ. নির্দেশানুযায়ী প্রতিনিয়ত মুফতি আজিজুর রহমান সাহেবকে অল্প অল্প শোনাতে শুরু করলেন।

---

২৪. মৌলবি জমির উদ্দিন। সে মাওলানা হাশেম রহ. প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায়ে ইসলামিয়া মিরাঠে পড়াশোনা করেছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী টেকনাফের 'হ্নীলা' এলাকায় তার জন্ম। 'ওয়াজে বে নজির' নামক প্রসিদ্ধ বয়ানের বই তারই রচিত। তিনি ছিলেন কট্টর বিদআতপন্থী আলেম। শুধু বিদআতকে সমর্থন করেই ক্ষ্যান্ত হতেন না, বরং এর পক্ষে লড়াইও করতেন।

শ্রবণকালে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত হতেন। এভাবেই গ্রন্থটি পূর্ণতা পেল। পরে এটি 'উমদাতুল আকওয়াল' নামে নামকরণ করা হয়।

আল্লাহর শোকর, এই বইয়ে অভিমত লিখলেন আল্লামা কাশ্মিরি, শাব্বির আহমদ উসমানি ও মাওলানা বলিয়াবি রহিমাহুমুল্লাহদের মতো ব্যক্তিত্ব। সমর্থন জানালেন হিন্দুস্তানের শতাধিক উলামা মাশায়েখ। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি মাওলানা আজিজুর রহমান সাহেব অভিমতে লিখলেন,

'হামদ ও সালাতের পর- আমি উমদাতুল আকওয়াল গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনেছি। পূর্বসূরি হানাফি আলেমদের সূত্র ধরে লেখক সমৃদ্ধ গবেষণা করেছেন। মানুষকে কুসংস্কারচ্ছন্ন পথে টেনে নেওয়া ও কুসংস্কারকদের সহায়তায় আহসানুল মাকালের লেখক যে দুর্বল ভিত্তিহীন প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন, উমদাতুল আকওয়ালের লেখক সেগুলো পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে খণ্ডন করেছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং 'সে ব্যক্তির ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের অনুসারী'।'

বান্দা আজিজুর রহমান দেওবন্দি
মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ
১৩৩৪ হিজরি

এ অভিমতের ওপর কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহর সিলমোহর রয়েছে।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানি রহ. 'উমদাতুল আকওয়ালের' অভিমতে লেখেন,

'এ গ্রন্থের লেখক মৌলবি ফয়জুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালা ইলম ও আমলে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। উভয় জাহানে তাকে তার সুকর্মের প্রতিদান দিন। পরিশ্রমী এই লেখক আল্লাহর তাওফিকে বিশ্বস্ততা ও বিচক্ষণতার সাথে বইটির কাজ সম্পন্ন করেছে। গ্রন্থটির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে বর্তমান সময়ের কিছু প্রতারক ও শয়তানসঙ্গীদের মুখোশ। মানুষকে অন্যায়ের আহ্বানে পথভ্রষ্ট করতে তারা যে নবপদ্ধতির আবিষ্কার করেছিল, তার গোড়াসহ উপড়ে ফেলেছে বইটি। ইবাদতকে পণ্য বানিয়ে বিক্রি করা ও বিদআতের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে রচিত গ্রন্থগুলো হয়তো যথেষ্ট ছিল না। এজন্য আহসানুল মাকাল (সর্বসুন্দর কথা) বরং আসওয়াউল মাকালের (সর্বনিকৃষ্ট কথা) রচয়িতা ও তাতে অভিমত দেওয়া লোকগুলো নতুন প্রচেষ্টায় মেতেছে। তারা ইবাদতকে

বানিয়েছে বাহ্যিক স্বার্থের বস্তু। ইবাদতের মাধ্যমে উদরপূর্তি ও সুখ অর্জন করে শরিয়তের আলোকে তা সত্যায়নের বৃথা চেষ্টা করেছে। আমাদের আশাবাদ– প্রিয়তম মুফতি ফয়জুল্লাহ চাটগামি (যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মেধাবী শিক্ষার্থীদের একজন) তার দেশের ভ্রান্ত ও সীমাতিক্রমীদের হট্টগোল এ বইটির মাধ্যমে থামিয়ে দেবে। ইনশা আ রাব্বি!

–বান্দা শাব্বির আহমদ উসমানি

প্রিয় পাঠক! আল্লামা কাশ্মিরি রহ. মুফতি আজমের নিকটতম উসতাদ ছিলেন। মুফতি আজম রহ. বুখারি ও তিরমিজি শাহ সাহেবের কাছে পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। শাইখুল হিন্দ রহিমাহুল্লাহও তখন জীবিত, তবে বেশ দুর্বল ছিলেন। শাইখুল হিন্দ রহ. বছরের শুরুতে তিরমিজি শরিফের সামান্য অংশ পাঠদানের পর হাদিসের এজাজত দিয়েছিলেন। এরপর হারামাইনের সফরে চলে যান এবং সেখান থেকে গ্রেফতার হয়ে মাল্টায় বন্দি হন। মুফতি আজিজুর রহমান রহিমাহুল্লাহর কাছে মুয়াত্তা পড়েন। এছাড়াও ফিকহ, ফাতাওয়া নিয়ে পাণ্ডিত্যলাভ করেন। আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহিমাহুল্লাহর কাছে মুসলিম শরিফ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

একটু ভাবুন তো, তাদের মতো জ্ঞানতাপস– যাদের মাধ্যমে প্রভাবিত ছিল পুরো বিশ্ব, তাদের কাছে জ্ঞানার্জনকালেই মুফতি আজম স্বীয় ইলমি ও আমলি প্রাজ্ঞতার মাধ্যমে কতটুকু আস্থাভাজন ছিলেন যে, বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করলেন আর সব শিক্ষক খুশি হয়ে তাতে ভুমিকা লিখে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে হাটহাজারী ও দেওবন্দে পড়াকালীন সময়েই মুফতি আজমের মাঝে সংস্কার ও নতুন মাত্রার জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল, যেদিকে গভীর মনোযোগে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তার শিক্ষকরাও।

হাটহাজারীতে অধ্যয়নকালে মুফতি আজম রহ. মাইজভাণ্ডরের শরিয়তবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 'আল-কালামুল ফাসেল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তাদের অনর্থক কর্মকাণ্ডের মিথ্যা দলিলগুলো কর্তন করা হয়েছে। 'আর রিসালাতুল মুখতাসিরাহ' নামে খ্রিষ্ট-সম্প্রদ্রায়সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কাদিয়ানি সম্প্রদ্রায় নিয়ে লেখেন 'হিফজুল ইমান' নামক গ্রন্থ। ইবাদাতে মাকসুদার ক্ষেত্রে বিনিময়গ্রহণের ভালো-মন্দ দিক নিয়ে 'আল মানজুমাতুল মুখতাসিরাহ' ও সুন্নাত বিদআতের পরিচয়-পার্থক্য, সুন্নাতের প্রতি উৎসাহপ্রদান ও বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করে লেখেন 'ইরশাদুল উম্মাহ' নামক একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলো তিনি ছাত্রাবস্থায় লিখেছিলেন।

জানা যায়, মুফতি আজমের সহস্রাধিক ফাতাওয়া ছাড়া কেবল রচিত গ্রন্থের পরিমাণই প্রায় দুই শতাধিক। এর দশ-বারোটি ছাড়া প্রায় সবগুলো গ্রন্থই কোনো বিদআতকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, তৎকালীন পুরো পাকিস্তানেও এমন জ্ঞানতাপস, লেখক, দার্শনিক, বিশ্লেষক ও ধর্মসংস্কারক তৈরি হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা নিয়ে সমকালীন উলামা-মাশায়েখের সুস্পষ্ট মূল্যায়ন থেকে যা সহজেই অনুমিত হয়।

আল্লামা রসুল খান রহ.

সাবেক শাইখুল হাদিস, দারুল উলুম দেওবন্দ

মুফতি আজম রহ. বলেন, 'তখনো দেওবন্দে ভর্তি হইনি। একদিন বিকেলে কামরায় বসে মুখতাসারুল মাআনি পড়ছিলাম। এর মধ্যে রসুল খাঁন সাহেব সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমার দিকে তাকালেন ও ডাকলেন। হালপুরসি করে বললেন, মুখতাসারুল মাআনি থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাও! আমি একটি স্থান থেকে শুধু ইবারত পড়ে শোনালাম। খুশিতে তার অবয়ব প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বললেন, তুমি দেওবন্দ ছেড়ে কোথাও যাবে না, এখানেই পড়তে থাকো, ইনশাআল্লাহ! তুমি বাংলার একজন বিজ্ঞ আলেম হয়ে উঠবে।'[২৫]

২৫. হায়াতে মুফতি আজম।